unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

টেরাকোটা

পোড়ামাটির সৃষ্টি

“আকার ও বৈশিষ্ট্যে অনুপম, দিনের মতো সুন্দর, সাধারণ মাটির তৈরি এত ভালো একটি জিনিস কি আর আছে?

–হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো
আমেরিকান কবি ও শিক্ষাবিদ

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (থোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

টেরাকোটা

পোড়ামাটির সৃষ্টি

টেরাকোটা একধরনের পোড়ামাটির কাজ। সাধারণত বাদামি লাল রঙের এই সামগ্রী বাড়ির অলংকরণ, বিভিন্ন বিগ্রহ ও মূর্তি ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এটা মানুষের সৃজনশীলতার সবচেয়ে প্রাচীন বহিঃপ্রকাশ। টেরাকোটার মানতের ঘোড়া, হাতি, মনসাচালি (সর্পদেবী মনসার প্রতীকের অলংকৃত কলসি) এবং ষষ্ঠী পুতুল (শিশুদের দেবী) তৈরি হয় বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ায়। স্থানীয় সর্পদেবী মনসার জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নিজেদের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য স্থানীয় মানুষরা সর্পদেবীর কাছে টেরাকোটার হাতি, ঘোড়া মানত করত। বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্পের বিশেষ ধরনের বিশেষত্বসম্পন্ন ঘোড়া দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় সারা বিশ্বের শিল্পরসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা এখন অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ডের প্রতীক। রোদ ও মাটির উনুনে পোড়ানো মেটে রং বা লাল রঙের এই পার্থিব সামগ্রীগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাঁচমুড়ার সরল অথচ গতিশীল টেরাকোটার কাজে রয়েছে নানা আচারমূলক দিক। গ্রাম্য দেবদেবীর কাছে মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করা হত মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য। এমনকি আজও গ্রামের মানুষরা গ্রাম্য দেবদেবীর প্রতি ভক্তি জানাতে টেরাকোটার ঘোড়া নিবেদন করেন। বাঁকুড়ার মল্ল রাজারা বিভিন্ন জায়গার টেরাকোটার মন্দির তৈরি করার মধ্যে দিয়ে এই শিল্পটিকে জনপ্রিয় করেছেন। এই মন্দিরগুলি তাদের দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করত। একইসঙ্গে তা ছিল উপাসনার জায়গা ও সেনাদের আশ্রয়। টেরাকোটা মন্দিরগুলি আপাদদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম কারুকাজময় হলেও ভিতরটা পাথরের মতো শক্ত। এই মন্দিরগুলি বানাতে রাজারা শিল্পী আনতেন পাঁচমূড়া থেকে। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল এভাবেই।

BANKURA TERRACOTTA CRAFT

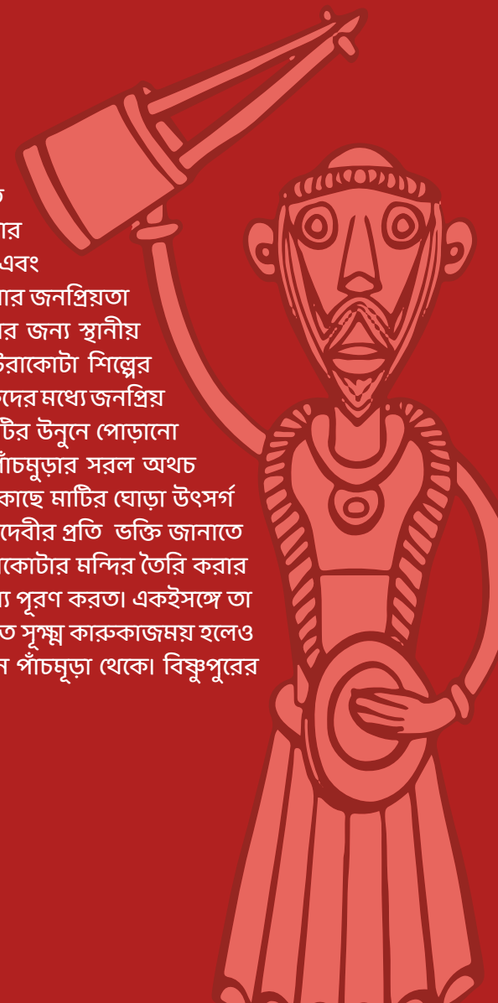

স্থান

জেলা: বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, বীরভূম

গ্রাম: পাঁচমুড়া, কুনুর, সুভাষগঞ্জ, চালতাবেড়িয়া, কাকুটিয়া

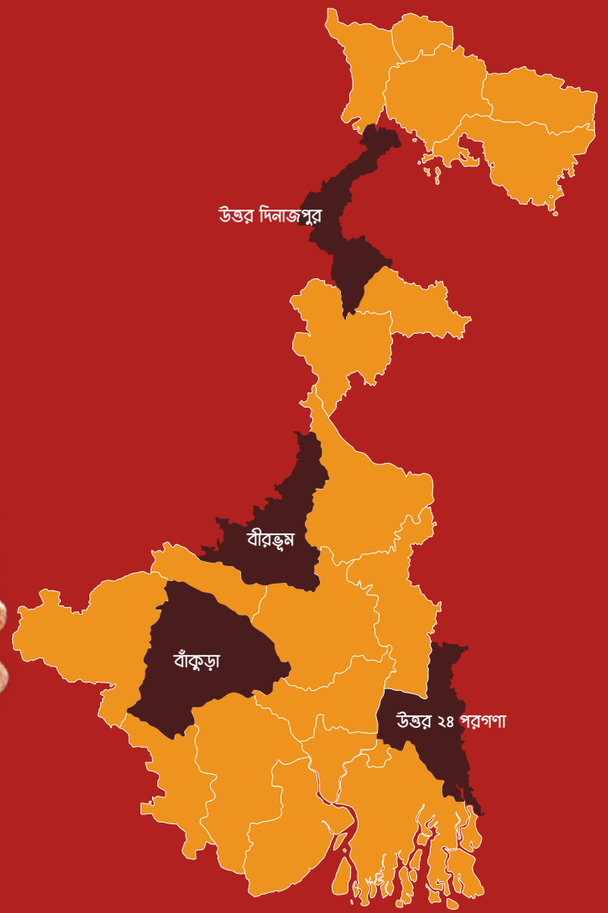

শিল্প কেন্দ্রগুলি

বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ার বিখ্যাত টেরাকোটা কেন্দ্র এখন হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক পর্যটনের এক গন্তব্য। এখানে রয়েছে এই শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৮০টি পরিবার। এরা সবাই কুম্ভকার মানে মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষ।

এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় নানা ধরনের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন টেরাকোটা ক্লাস্টার রয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের কুনুর এই শিল্পকর্মের একটি ব্যস্ত ক্লাস্টার। উত্তর দিনাজপুরের কুনুর এবং সুভাষগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৩০০ শিল্পী এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বীরভূমের কাকুটিয়া মৃৎশিল্পীদের আরেকটি ছোটো ক্লাস্টার।

হস্তশিল্পীরা পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি নামে সংগঠনটি তৈরি করেছিলেন ১৯৫৯ সালে। এই সমিতিটি সক্রিয় এবং কারিগরদের বিপণন সহায়তা দেয়। উত্তর ২৪ পরগনায় চালতাবেড়িয়াও শিল্পীদের একটা বড়ো ক্লাস্টার।

পুরুষরা মূলত মাটি তৈরি এবং উনুনে কাজ করেন, অন্যদিকে মহিলাদের বেশিরভাগই করেন পণ্যদ্রব্যগুলির ফিনিশিং এবং সাজসজ্জার কাজ।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ পাঁচমুড়া গ্রামে একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র তৈরি করেছে। পাঁচমুড়া গ্রামে বার্ষিক লোকউৎসব হয় এবং সারা বছর পর্যটকরা আসেন। এটা হয়ে উঠেছে রাজ্যের একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক গন্তব্য।

পাঁচমুড়ার শিল্পী - ২৯৬
কুনুরের শিল্পী - ১৭১
সুভাষগঞ্জের শিল্পী- ১৫৪
চালতাবেড়িয়ার শিল্পী - ১৫৮
কাকুটিয়ার শিল্পী - ৩৮

পাঁচমুড়া

দীপঙ্কর কুম্ভকর	9547163124
ব্রজনাথ কুম্ভকর	8001814005
ভুতনাথ কুম্ভকর	9732187161
তাপস কুম্ভকর	9641565596
কাঞ্চন কুম্ভকর	6294842851
বিশ্বনাথ কুমভাকর	8617026403
মহাদেব কুম্ভকর	6295474950

কুনূর

দুলাল রায়	9733435602
হৃষিকেশ রায়	7908606232

সুভাষগঞ্জ

পঙ্কজ পাল	7501451522
রমণী মোহন পাল	760258585
মনোরঞ্জন পাল	9832679838
সুকুমার পাল	9339234467
সুকুমার পাল (সিনিয়র)	9614650437

কাকুটিয়া

কান্তি পাল	9475671241

চালতাবেরিয়া

উত্তম পাল	9830586957

শিল্পী সম্প্রদায়

বাঁকুড়ার ঘোড়ার বর্তমান ডিজাইনের পিছনে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত শিল্পী রাসবিহারী কর্মকারের প্রধান অবদান রয়েছে বলে মনে করা হয়। পাঁচমুড়ার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল কুম্ভকার গিয়েছেন কোরিয়া, হনলুলু, রাশিয়া এবং ইউকে। জগন্নাথ কুম্ভকার গিয়েছেন ফ্রান্স। সুনীল বরণ কুম্ভকার, কাঞ্চন কুম্ভকার পেয়েছেন রাজ্য পুরস্কার। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন তাপস কুম্ভকার, কৃষ্ণা কুম্ভকার, জগন্নাথ কুম্ভকার, অলোক কুম্ভকারের মতো দক্ষ শিল্পীরা।

কুনুরের প্রধান শিল্পীরা হলেন, দুলাল রায় এবং হৃষীকেশ রায়। সুভাষগঞ্জের দক্ষ শিল্পীরা হলেন সুব্রত পাল এবং পঙ্কজ পাল। কাকুটিয়ার প্রধান শিল্পী হলেন কান্তি পাল। উত্তর ২৪ পরগনার চালতাবেড়িয়ায় অনেক নামকরা শিল্পী রয়েছেন।

প্রক্রিয়া

১) মাটি তৈরি করা

২) চাকের মাধ্যমে আকার দেওয়া

৩) একসঙ্গে জোড়া

৪) প্রাকৃতিকভাবে শোকানো

৫) ভাটায় পোড়ানো। কাঙ্ক্ষিত রং আনার জন্য ধোঁয়া আটকানো বা ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয় উপাদান প্রস্তুত করার কাজ থেকে এবং কাদামাটি থেকে পলি, বালি ও নুড়ি বেছে ফেলে দিয়ে এটিকে চাকের কাজের উপযোগী করে তোলা হয়। কাদামাটি থেকে মাটির পিণ্ডগুলিকে ভেঙে সূক্ষ্ম ও গুঁড়ো দানা এবং বালির কণাগুলিকে হাত দিয়ে বা একটি চালনি ব্যবহার করে মাটিকে আরও পরিমার্জিত করা হয়। কাদামাটি পরিমার্জিত হওয়ার পরে, পরবর্তী ধাপে অন্যান্য উপাদান যেমন নদীর সূক্ষ্ম বালি এবং জল তার সঙ্গে যোগ করা হয়।

মাটির পরিমাণ কম হলে হাত দিয়ে মেশানোর কাজটি করা হয়, কিন্তু পরিমাণ বেশি হলে কুমোররা তাদের পা ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। কাদামাটির মিশ্রণ চাকের কাজে কি তৈরি হবে সেই অনুযায়ী করা হয়, মূলত বিভিন্ন মৌলিক আকার যেমন শঙ্কু, সিলিন্ডার ইত্যাদি আকৃতির হয়, যা তৈরি করা জিনিসগুলির প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করে।

চাকে তৈরি সামগ্রীগুলিকে শুকনো করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। শুকনো করার কাজটি মূলত প্রাকৃতিকভাবে হয় এবং পণ্যদ্রব্যগুলি পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত হতে প্রায় এক বা দুদিন সময় লাগে। চাকে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যগুলিকে শুকনোর পরে, সেগুলিকে একটি মৌলিক কাঠামো এবং আকৃতি দেওয়ার জন্য হাত দিয়ে একত্রিত করা হয়। এরপর হাত এবং ছিয়ারী নামে বাঁশের সরঞ্জাম দিয়ে আধা-শুকনো পণ্যদ্রব্যের ওপর ডিজাইন অনুযায়ী মোটিফগুলি অলংকৃত করা হয়।

রোদে কিছুটা শুকোনোর পর মূর্তিটির শরীরের উপযুক্ত অংশে গর্ত তৈরি করা হয়। এটি সম্পূর্ণ শুকোনোর আগে করা হয়, নাহলে শরীরের ভিতরের এবং বাইরের দিক সমানভাবে শুকোনো যাবে না। অসমভাবে শোকানোর জন্য শরীরের ভিতরের এবং বাইরের অংশে ফাটল দেখা দিতে পারে। পণ্যদ্রব্যগুলি প্রাকৃতিকভাবে শুকোনো হয়। এরপর বুনুপ নামে একরকমের মাটি থেকে তৈরি রঙের দুটি কোট দেওয়া হয়। এটি রং করার একটি অনন্য প্রক্রিয়া যা মাটির পণ্যদ্রব্যগুলিকে রং করতে ব্যবহৃত হয়। অবশেষে পণ্যদ্রব্যগুলিকে ৭০০-৭৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪-৫ ঘণ্টার জন্য একটি ভাটায় দিয়ে দেওয়া হয়।

পণ্যদ্রব্য

টেরাকোটা শিল্পীরা সাধারণত ঘোড়া, হাতি, মনসাচালি এবং মন্দিরের জন্য পোড়ামাটির অলংকরণ সামগ্রী তৈরি করেন। । তারা এখন শুধুমাত্র আলংকারিক জিনিসই নয়, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের উপযোগী সামগ্রীও তৈরি করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ডিজাইনের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার সূত্রেই শিল্পীরা তৈরি করছেন ল্যাম্পশেড, ফুলদানি, পেন স্ট্যান্ড, ছাইদানি, শাঁখ, মাটির থালা, পাত্র ইত্যাদি। অন্যান্য শৌখিন সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ওয়াল হ্যাঙ্গিং, বিভিন্ন মূর্তি। টেরাকোটার অলংকারের চাহিদাও বাড়ছে।

বৈচিত্রময়
টেরাকোটা
পণ্যদ্রব্য

ঐতিহ্যবাহী
পোড়ামাটির
ঘোড়া

বিভিন্ন
পণ্যদ্রব্য

ল্যাম্পশেড

পাত্র

হস্তশিল্প কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ-এর সহায়তায় পাঁচমুড়ায় গড়ে উঠেছে একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র। এই হস্তশিল্প কেন্দ্রটি যেন এক যৌথ কর্মশালা। এখানে প্রবীণ টেরাকোটা শিল্পীরা ছোটোদের শেখান মাটি দিয়ে চমৎকার টেরাকোটা শিল্পসৃষ্টির কৌশল। হস্তশিল্প কেন্দ্রে রয়েছে নানা ধরণের টেরাকোটা কাজের একটি প্রদর্শনী। ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্প বানানোর প্রক্রিয়াটিও এখানে দেখানো হয়।

উৎসব

প্রতি বছর পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পীরা তাদের স্থানীয় ঐতিহ্যকে উদযাপনের জন্য একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে আসেন অসংখ্য পর্যটক এবং একটি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পর্যটনের গন্তব্যস্থল হিসেবে এলাকাটির গুরুত্ব বেড়েছে।

www.rcchbengal.com

RuralCraftandCulturalHubs I uttardinajpurhastoshilpo I bankurarlokoshilpo

rcch_bengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal